প্রথম আলো

শনিবার, ৩০ নভেম্বর ২০১৯, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬

‘নিরাপদ খাদ্য এখন মানুষের অধিকার’

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) মহাপরিচালক আবুল কালাম আযাদ বলেছেন, নিরাপদ খাদ্য এখন মানুষের অধিকার। দেশে বিভিন্ন জায়গায় যে শাকসবজি উৎপাদন হচ্ছে, তাতে প্রচুর পরিমাণে কীটনাশকের ব্যবহার হচ্ছে। ফসলে অধিক পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহার করলে তা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

গতকাল শুক্রবার এক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আবুল কালাম আযাদ এসব কথা বলেন। বারির কীটতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে গাজীপুরে বারির সেমিনার কক্ষে দিনব্যাপী ওই কর্মশালা আয়োজিত হয়। কর্মশালার বিষয় ছিল ‘জৈব বালাইনাশকভিত্তিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফল ও শাকসবজির পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা’। কর্মশালায় গাজীপুরের ১৫টি স্কুল ও মাদ্রাসার ১০৫ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

বারির মহাপরিচালক আরও বলেন, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে দেশের মানুষকে নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের নিশ্চয়তার কথা বলা হয়েছে। সরকারের সেই লক্ষ্য অর্জনে বারির বিজ্ঞানীরা কাজ করে চলেছেন। জনস্বাস্থ্যের হুমকি এড়াতে কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। এ জন্য জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে। পাশাপাশি বারির আরও বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি রয়েছে। এগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ যেমন নিরাপদ থাকবে, তেমনি পরবর্তী প্রজন্মের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমে আসবে। তাই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

সকালে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন বারির মহাপরিচালক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বারির কীটতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান দেবাশীষ সরকার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বারির পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) বাবু লাল নাগ এবং উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ফিরোজা খাতুন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বারির বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কীটতত্ত্ব বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. আখতারুজ্জামান সরকার।

দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থীরা ফল ও শাকসবজির পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশকের গুরুত্ব, ক্ষতিকর পোকামাকড়ের পরিচিতি, দমনে জৈব বালাইনাশকভিত্তিক সহজ পদ্ধতি এবং ফল ও শাকসবজি থেকে বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ দূরীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন।

দৈনিক
জনকণ্ঠ

ঢাকা ॥ শনিবার
১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
৩০ নবেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বারিতে রোগবালাই ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর ॥ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কীটতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে শুক্রবার দিনব্যাপী শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'জৈব বালাইনাশকভিত্তিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফল ও শাক-সবজির পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক এ কর্মশালা ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

বারি'র মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ প্রধান অতিথি হিসেবে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বারি'র কীটতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. বাবু লাল নাগ এবং উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. ফিরোজা খাতুন। কীটতত্ত্ব বিভাগের উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আখতারুজ্জামান সরকার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থীরা ফল ও শাক-সবজির পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশকের গুরুত্ব, বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর পোকামাকড়ের পরিচিতি, ক্রিয়ার ধরন, ক্ষতির ধরন, এদের দমনে জৈব বালাইনাশকভিত্তিক সহজ পদ্ধতি এবং ফল ও শাক-সবজি হতে বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ দূরীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন।

শনিবার। ৩০ নভেম্বর ২০১৯। ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ কালের কণ্ঠ

বারিতে জৈব বালাইনাশক বিষয়ে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বারি) 'জৈব বালাইনাশকভিত্তিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফল ও শাকসবজির পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে দিনব্যাপী শিক্ষকদের জন্য এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কীটতত্ত্ব বিভাগ শুক্রবার এ কর্মশালার আয়োজন করে। এতে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ১৫টি স্কুল ও মাদরাসার ১০৫ জন শিক্ষক অংশ নেন। কীটতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বারির মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. বাবু লাল নাগ এবং উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. ফিরোজা খাতুন।